GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Panchayats & Rural Development Department
Joint Administrative Building
Block HC-7, Sector –III, Salt Lake
Kolkata-700 106

No. 801(21)-RD/P/NREGA/18B-01/14 Date: 15/02/2016

To,
The Principal Secretary (GTA)
The District Magistrate (All)
The Additional Executive Officer (Siliguri Mahakuma Parishad)

Sub: Plantation under MGNREGA and Briksha Patta

Madam/Sir,

Kindly refer the series of correspondences on plantation under MGNREGA and for issuing Briksha Patta to the local job seeker households. You will certainly appreciate that the mechanism of assigning plants to the job seekers is aimed at providing further employment to the households for continued maintenance of the plants as well as for ensuring sustainability of plantation. Since through Briksha Patta the household will have specific rights to the usufructs as well as the final products, their stake in ensuring survival of the plants is expected to be very high.

In our earlier letter dated 17.0315, we circulated some formats for obtaining approval from the concerned Department as well as issuing Briksha Patta to the stakeholders. In order to simplify the process further we would like to propose the enclosed 4 formats in lieu of eelier two(Briksha Patta 1, Briksha Patta2, Briksha Patta 3, Briksha Patta 4). The following will be the process to be adopted by the gram Panchayats/other PIAs.

1. Identification of the patches of land for plantation including identification of the owner Government agency of such land.
2. Sending request to such Government agency for assigning the land to the gram panchayat with a specific objective of raising plantation there at.
3. However, ownership of the land will continue to be with the department concerned. In a letter of request it will also be mentioned that the plants raised on such land will be given to individual job seeker households as Briksha Patta.
4. The concerned Government agency will issue permission in favour of the GP/PIA for use of such land for plantation with Briksha Patta rights to individual households.
5. Once permission from the concerned Government agencies obtained the Gram Panchayat/PIA will seek applications from individuals/SHG members for assigning plants as Briksha Patta.
6. Once applications are received the Gram Panchayat will issue patta rights to the applicants with specific provisions that the patta is restricted to the plants only and not to the land where on such plants are being raised.

Please follow the instructions and use the formats Brikha Patta 1-4 accordingly.

Where Briksha Patta is issued on land taken on long term lease from individual land owners, provision of Briksha patta will be suitably modified to indicate three-stake holder distribution of the produce as indicated in our earlier letter dated 17.03.15.

Yours faithfully,

Dibyendu Sarkar
Commissioner, P&RD Department

বৃক্ষ পাট্টা নিদর্শ–১

রাস্তার পাশে ও অন্যন্য খন্ডজমিতে (সরকারি), বন ও বাগিচা সৃজনে এবং ফলভোগের অধিকার প্রদানের আবেদন পত্র (পঞ্চায়েত কর্তৃক দপ্তরকে)

অর্থ বর্ষ :

প্রেরক ঃ

---------- গ্রাম পঞ্চায়েত/ পঞ্চায়েত সমিতি

---------- ব্লক

প্রাপক ঃ

---------- (নির্দিষ্ট আধিকারিক)

---------- (দফতরের নাম)

---------- (বিভাগ ও ঠিকানা)

মহাশয় / মহাশয়া,

ভারত সরকারের স্মারক সংখ্যা ১১০১৭/১৭/২০০৮ - এন.আর.ই.জি.এ. (ইউ.এন.) অংশ ২, তাং ৩১/০৭/১৪ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্মারক সংখ্যা ১৩৪২ আর.ডি.পি./এন.আর.ই.জি.এ./১৮বি-০১/১৪, তাং ১৭/০৩/১৫ এ বর্ণিত বৃক্ষরোপণের (মহাত্মা জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে) নির্দেশিকা মোতাবেক আপনার দফতরের অধীন নিম্নলিখিত জমিগুলিতে -----অর্থ বর্ষে বৃক্ষরোপণের অনুমতি প্রার্থনা করছি ।

ক্রমিক নং	জমির বিস্তৃত বিবরণ	জমির পরিমাণ (ক্ষেত্রফল বা দৈর্ঘ্য)	প্রজাতির নাম	প্রজাতির মোট সংখ্যা

(এই দরখাস্তের সাথে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশনামা ১৩৪২-আর-ডিপি/এন.আর.ই.জি.এ/১৮-বি-০১/১৪ তাং ১৭/০৩/১৫ ও ভারত সরকারের নির্দেশনামা ১১০১৭/১৭/২০০৮-এন.আর.ই.জি.এ(ইউ.এন) পার্ট-২ তাং ৩১/০৭/১৫ সংযোজন করা প্রয়োজন)

তাং স্বাক্ষর

স্থান সচিব ---------- (গ্রাম পঞ্চায়েত)

(বা নির্বাহী আধিকারিক, পঞ্চায়েত সমিতি(পঞ্চায়েত সমিতি প্রকল্প রূপায়ণ করলে)

বৃক্ষ পাট্টা নিদর্শ–২

বিষয় - পথপার্শ্বে বা খন্ডজমিতে বৃক্ষরোপণের অনুমতি ও ফলভোগের অধিকার প্রধান

(দপ্তর কর্তৃক পঞ্চায়েতকে)

তারিখ ঃ

ভারত সরকারের স্মারক সংখ্যা ১১০১৭/১৭/২০০৮ - এন.আর.ই.জি.এ. (ইউ.এন.) অংশ ২, তাং ৩১/০৭/১৪ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্মারক সংখ্যা ১৩৪২ আর.ডি.পি./এন.আর.ই.জি.এ./১৮বি-০১/১৪ তাং ১৭/০৩/১৫ বর্ণিত বৃক্ষরোপণের (মহাত্মা জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে) নির্দেশিকা মোতাবেক ও পঞ্চায়েত কর্তৃক ---------- তারিখের অনুমতি প্রদানের দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত শর্তে ---------- (বর্নিত জমিতে) ---------- সংখ্যক ---------- প্রজাতির বৃক্ষরোপণের ও ফলভোগের অধিকার প্রদান করা হল ।

১) এই নির্দেশের ফলে জমির ওপর উপভোক্তার / গ্রাম পঞ্চায়েত / পঞ্চায়েত সমিতির কোনও অধিকার জন্মাবে না। সেই অধিকার সরকারের (সংশ্লিষ্ট দপ্তরের) হাতে সর্বদা ন্যস্ত থাকবে ।

২) উপভোক্তা এই নির্দেশে বর্নিত সংখ্যা ও প্রজাতি মোতাবেক বৃক্ষরোপণ করবেন এবং পাহারা ও পরিচর্যার বিষয়গুলিও পালন করবেন ।

৩) গাছগুলি পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে উপভোক্তা গাছ এবং এই জনসম্পত্তির কোনও রকম ক্ষতি সাধন না করে ফলভোগের অধিকার ভোগ করবেন । শুধুমাত্র বন দফতরের নিয়ম মেনেই গাছ কাটা যাবে (যদি প্রয়োজন হয়)।

৪) উপভোক্তা তাঁকে প্রদত্ত জমির বাইরে অন্য কোনোও জমি দখল করবেন না ।

৫) উপভোক্তা এমন কোনোও কাজ করার চেষ্টা করবেন না যাতে করে প্রদত্ত জমির কোনোও রূপ ক্ষতি হয়।

৬) উপভোক্তা প্রদত্ত জমি এমন কোনোও কাজে ব্যবহার করবেন না যা শর্ত মোতাবেক ও আইনসিদ্ধ নয়।

৭) দপ্তরের নিজস্ব কাজে কোনদিন জমিটি প্রয়োজন পড়লে আইন মোতাবেক জমিটি দপ্তর ব্যবহার করবে এবং সেক্ষেত্রে সৃজিত সম্পদ পঞ্চায়েত/পঞ্চায়েত সমিতিকে আইন মোতাবেক ফিরিয়ে নিতে হবে।

৮) সম্পদটি থেকে সৃষ্ট আয়ের একাংশ থেকে পঞ্চায়েত/পঞ্চায়েত সমিতি তাঁর সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এলাকায় দপ্তরের কর্মসূচী রূপায়ণে সাহায্য করতে পারে।

উপরন্তু উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই অনুমতি প্রত্যাহার করা হবে, জমির সুরক্ষা সম্পর্কে প্রকল্প আধিকারিক ও নির্দিষ্ট আধিকারিকের প্রতিবেদনের ওপর, যদি উপভোক্তা (ক) প্রকল্পে বর্ণিত কর্তব্য সমূহ পালন না করেন, (খ) প্রদত্ত জমির ক্ষতি বা ক্ষতি সাধনের প্রচেষ্টা করেন (গ) প্রদত্ত জমির বাইরে কোনোও জমি দখল করেন, (ঘ) জমির ওপর আইনবিরুদ্ধ কোনোও কাজ করেন বা করার প্রচেষ্টা করেন । এই অনুমতি প্রত্যাহারের পর গাছ, সম্পদ সহ জমি সরকারের হাতে পুনরায় ন্যস্ত হবে এবং সরকার পঞ্চায়েত/পঞ্চায়েত সমিতির সাহায্যে অন্য কোনোও উপভোক্তাকে একই ভাবে তা ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারেন ।

গ্রাম পঞ্চায়েত/পঞ্চায়েত সমিতিকে বৃক্ষরোপণের কাজটি এই অনুমতি প্রদানের ছ-মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে, নতুবা এই নির্দেশ কার্যকরি থাকবে না ।

সাক্ষর

পদ :

অনুলিপি প্রেরিত ঃ

১) ---------- প্রকল্প আধিকারিক, মহাত্মা জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প --------- ব্লক

২) সচিব ---------- গ্রাম পঞ্চায়েত

বৃক্ষ পাট্টা নিদর্শ-৩

রাস্তার পাশে ও অন্যান্য খন্ডজমিতে বন ও বাগিচা সৃজনে এবং ফলভোগের অধিকার প্রদানের জন্য উপভোক্তা কর্তৃক আবেদন পত্র

উপভোক্তা ঃ

---------- নাম, ঠিকানা
---------- সংসদ
---------- জবকার্ড নং
---------- একাউন্ট নং
---------- গ্রাম পঞ্চায়েত
---------- ব্লক

প্রাপক ঃ

সচিব (গ্রাম পঞ্চায়েত)/নির্বাহী আধিকারিক(পঞ্চায়েত সমিতি)

---------- গ্রাম পঞ্চায়েত/ পঞ্চায়েত সমিতি
---------- ব্লক

মহাশয় / মহাশয়া,

ভারত সরকারের স্মারক সংখ্যা ১১০১৭/১৭/২০০৮ - এন.আর.ই.জি.এ. (ইউ.এন.) অংশ ২, তাং ৩১/০৭/১৪ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্মারক সংখ্যা ১৩৪২ আর.ডি.পি./এন.আর.ই.জি.এ./১৮বি-০১/১৪, তাং ১৭/০৩/১৫ এ বর্ণিত বৃক্ষরোপণের (মহাত্মা জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে) নির্দেশিকা মোতাবেক নিম্নলিখিত জমিগুলিতে আমাকে বনসৃজন করে বৃক্ষ-পাট্টা প্রদানের অনুরোধ জানাই।
উক্ত নির্দেশিকায় বর্ণিত সকল শর্ত মেনে চলতে বাধ্য থাকব ও শর্ত খেলাপে কর্তৃপক্ষের বৃক্ষ পাট্টা বাতিলের অধিকার থাকবে।

ক্রমিক নং	জমির বিস্তৃত বিবরণ*	জমির পরিমাণ (ক্ষেত্রফল বা দৈর্ঘ্য)*	প্রজাতির নাম	প্রজাতির মোট সংখ্যা

(*উপভোক্তা জমির বিবরণ দিতে না পারলে পঞ্চায়েত এই কাজে সাহায্য করে জমি সংক্রান্ত তথ্য পূরণ করবে, উপভোক্তা-পরিবার প্রতি সর্বনিম্ন গাছ সংখ্যায় ৫০, সর্বাধিক ২০০ পেতে পারেন। সর্বশিক্ষা মিশনের সাথে সমন্বয়ে এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সংখ্যা বাঁধা নেই)

তাং

স্থান

স্বাক্ষর

(উপভোক্তা)

(গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি)

বৃক্ষ পাট্টা নিদর্শ-৪

বিষয় - পথপার্শ্বে বা খন্ডজমিতে বৃক্ষরোপণের অনুমতি ও ফলভোগের অধিকার প্রধান মূলক বৃক্ষ-পাট্টা

নাম, পিং/স্বামী, ঠিকানা, জব কার্ড নং: নং: তারিখ ঃ

ভারত সরকারের স্মারক সংখ্যা ১১০১৭/১৭/২০০৮ - এন.আর.ই.জি.এ. (ইউ.এন.) অংশ ২, তাং ৩১/০৭/১৪ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্মারক সংখ্যা ১৩৪২ আর.ডি.পি./এন.আর.ই.জি.এ./১৮বি-০১/১৪ তাং ১৭/০৩/১৫ বর্ণিত বৃক্ষরোপণের (মহাত্মা জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে) নির্দেশিকা মোতাবেক ও পঞ্চায়েত কর্তৃক ---------- তারিখের অনুমতি প্রদানের দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত শর্তে ---------- (বর্নিত জমিতে) ---------- ---------- সংখ্যা, প্রজাতির বৃক্ষরোপণের ও ফলভোগের অধিকার প্রদান করা হল-------উপভোক্তাকে(নাম, পিং/স্বামী, ঠিকানা, জব কার্ড নং, এ্যাকাউন্ট নং)।

১) এই নির্দেশের ফলে জমির ওপর উপভোক্তার/ গ্রাম পঞ্চায়েত / পঞ্চায়েত সমিতির কোনও অধিকার জন্মাবে না। সেই অধিকার সরকারের (সংশ্লিষ্ট দপ্তরের) হাতে সর্বদা ন্যস্ত থাকবে ।

২) উপভোক্তা এই নির্দেশে বর্নিত সংখ্যা ও প্রজাতি মোতাবেক বৃক্ষরোপণ করবেন এবং পাহারা ও পরিচর্যার বিষয়গুলিও পালন করবেন ।

৩) গাছগুলি পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে উপভোক্তা গাছ এবং এই জনসম্পত্তির কোনও রকম ক্ষতি সাধন না করে ফলভোগের অধিকার ভোগ করবেন । শুধুমাত্র বন দফতরের নিয়ম মেনেই গাছ কাটা যাবে (যদি প্রয়োজন হয়) এবং বনদফতরের নিয়ম অনুসারে পুনরায় বনসৃজন করতে হবে ।

৪) উপভোক্তা তাঁকে প্রদত্ত জমির বাইরে অন্য কোনোও জমি দখল করবেন না ।

৫) উপভোক্তা এমন কোনোও কাজ করার চেষ্টা করবেন না যাতে করে প্রদত্ত জমির কোনোও রূপ ক্ষতি হয়।

৬) উপভোক্তা প্রদত্ত জমি এমন কোনোও কাজে ব্যবহার করবেন না যা শর্ত মোতাবেক ও আইনসিদ্ধ নয়।

৭) দপ্তরের নিজস্ব কাজে কোনদিন জমিটি প্রয়োজন পরলে আইন মোতাবেক জমিটি দপ্তর ব্যবহার করবে এবং সেক্ষেত্রে সৃজিত সম্পদ পঞ্চায়েত/পঞ্চায়েত সমিতিকে আইন মোতাবেক ফিরিয়ে নিতে হবে।

৮) উপভোক্তা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশিকা ৪০৩৬(২২)-আর.ডি/পি/এন.আর.ই.জি.এ/ ১৮এস-০৭/০৬ - তাং ২০/০৮/ ১৫ বা পরবর্তীকালে সংশোধিত নির্দেশিকা নির্ধারিত হারে মাসিক পরিচর্যা-রক্ষণাবেক্ষণের মজুরি লাভ করবে (প্রাককলণে বর্ণিত সময়সীমা ব্যাপী)। আর কোন অতিরিক্ত মজুরি না দেওয়া হলেও সার, কীটনাশক সমূহ প্রাককলন মোতোবেক দেওয়া হবে।

৯) ৯০% অধিক গাছ বাঁচিয়ে রাখতে পারলে মাসিক মজুরি অব্যাহত থাকবে। ৭৫-৯০% শতাংশের ক্ষেত্রে এই মজুরি অর্ধাংশ হয়ে যাবে। ৭৫% নিচে গাছ বাঁচলে এই মজুরি প্রদান বন্ধ করা হবে। প্রাককলন মোতাবেক নিয়মিত পরিচর্যা না করলে এই মজুরির হারও পূর্বোক্ত হারের অর্ধাংশে পরিণত হবে। উল্লেখ্য মাসিক মজুরি প্রদানের পূর্বে জীবিত গাছের সংখ্যা সর্ম্পকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সংশাপত্র দেবেন।

১০) উপভোক্তা ও রূপায়ণকারীর মধ্যে ফল ও কাঠ মূল্যের ভাগাভাগি (লিজ জমির ক্ষেত্রে লিজদাতা যুক্ত হবে) স্মারক সংখ্যা ১৩৪২ আর.ডি.পি./এন.আর.ই.জি.এ./ ১৮বি-০১/১৪ তাং ১৭/০৩/১৫ মোতাবেক নির্ধারিত হবে।

উপরন্তু উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই অনুমতি প্রত্যাহার করা হবে, জমির সুরক্ষা সম্পর্কে প্রকল্প আধিকারিক ও নির্দিষ্ট আধিকারিকের প্রতিবেদনের ওপর, যদি উপভোক্তা (ক) প্রকল্পে বর্ণিত কর্তব্য সমূহ পালন না করেন, (খ)প্রদত্ত জমির ক্ষতি বা ক্ষতি সাধনের প্রচেষ্টা করেন (গ) প্রদত্ত জমির বাইরে কোনোও জমি দখল করেন, (ঘ) জমির ওপর আইনবিরুদ্ধ কোনোও কাজ করেন বা করার প্রচেষ্টা করেন । এই অনুমতি প্রত্যাহারের পর গাছ, সম্পদ সহ জমি সরকারের হাতে পুনরায় ন্যস্ত হবে এবং সরকার পঞ্চায়েত/পঞ্চায়েত সমিতির অন্য কোনোও উপভোক্তাকে একই ভাবে তা ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারেন ।

গ্রাম পঞ্চায়েত/পঞ্চায়েত সমিতিকে বৃক্ষরোপণের কাজটি এই পাট্টা প্রদানের তিন-মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে, নতুবা এই নির্দেশ কার্যকরি থাকবে না ।

প্রাপক, প্রদানকারীর সাক্ষর

পদ/ নাম:

অনুলিপি প্রেরিত ঃ

১) ---------- প্রকল্প আধিকারিক, মহাত্মা জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প --------- ব্লক

২) সচিব ---------- গ্রাম পঞ্চায়েত

৩) ---------- প্রাপক(নাম, পিং/স্বামী, ঠিকানা, জব কার্ড নং)